R. N. No. 2532/57

Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৭শ বর্ষ
৪৫শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২রা বৈশাখ বুধবার, ১৩৮৮ সাল
১৫ই এপ্রিল, ১৯৮১ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

কলেজ গভরনিং বডি অচল করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে

জঙ্গিপুর, ১৫ এপ্রিল—নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধিদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার উদ্দেশ্যে একটি স্বার্থান্বেষী চক্র জঙ্গিপুর কলেজের সচল গভরনিং বডিকে অচল করে দেওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহল থেকে জানানো হয়েছে, আগের গভরনিং বডিতে সরকারী প্রতিনিধি, একজন অভিভাবক প্রতিনিধি, অধ্যক্ষ এবং নির্বাচিত দু'জন শিক্ষক প্রতিনিধি থাকতেন। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সেই নিয়ম বাতিল করে সরকারী প্রতিনিধি, অধ্যক্ষ, একজন ছাত্র প্রতিনিধি, একজন অশিক্ষক কর্মচারী প্রতিনিধি এবং তিনজন শিক্ষক প্রতিনিধিকে নিয়ে গভরনিং বডি তৈরীর নিয়ম প্রবর্তন করা হয়। ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে গভরনিং বডির সদস্য হন, অশিক্ষক কর্মচারীরা নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি পাঠান এবং নির্বাচনের মাধ্যমে শিক্ষক প্রতিনিধিরা আসেন। এই নিয়মে ১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসে জঙ্গিপুর কলেজ গভরনিং বডির শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রিসাইডিং অফিসার হন অধ্যক্ষ। ভোট গণনার পর একজন পরাজিত প্রার্থী অধ্যক্ষের ভোট দানের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন। অধ্যক্ষ আপত্তি নাকচ করে দিয়ে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন। এর এক সপ্তাহ পরে আর একজন শিক্ষক ভোটার তালিকা সম্পর্কে আপত্তি জানান। কিন্তু যেহেতু ভোটার তালিকা প্রকাশের পর আপত্তি জানানোর নির্দিষ্ট সময়ে আপত্তি জানানো হয়নি সেই হেতু সেই আপত্তিও নাকচ হয়ে

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুরনির্বাচন তোড়জোড় মনোনয়নপত্র দাখিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ এপ্রিল প্রার্থী-দের মনোনয়নপত্র দাখিলের মাধ্যমে আজ পুরনির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়েছে। মনোনয়নপত্র দাখিলের আজ ছিল শেষ দিন। নাম প্রত্যা-হারের শেষ দিন ২৫ এপ্রিল। কাজেই প্রকৃত অবস্থা বুঝতে হলে আরো দশ দিন সময় লাগবে।

আজ ধুলিয়ান ও জঙ্গিপুর পুরসভায় ৮৫ জন করে মোট ১৭০ জন প্রার্থী তাঁদের মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জনসংযোগ বিচ্ছিন্ন, অফিসার উধাও

বিশেষ সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের তথ্য আধিকারিক এম.এ, এল এল-বি ডিগ্রীধারী সুভাষকান্তি চক্রবর্তী ১৯৮০ সালের ২৭ ডিসেম্বর অফিসে যোগ দিয়েই নিপাত্তা হওয়ায় স্থানীয় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে শুরু হয়েছে ডামাডোলের রাজত্ব। আটজন কর্মীর অধিকাংশরই কোন কাজ নেই। একমাত্র জিপ গাড়িটি দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর কয়েক হাজার টাকা গচ্চা দিয়ে মেরামতির পরও চলাচলের অযোগ্য বিবেচনায় গ্যারেজবন্দী। সিনেমা প্রজেকটর মেসিনটি 'আন্ডার ট্রিটমেন্টে' থেকে দু'বছর পর শুক্রবার অফিসে এসে পৌঁচেছে। প্রদর্শনী, উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন এমন কি স্থানীয় ক্ষেত্রে সরকারী পর্যায়ে প্রেস নোট প্রচারও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। একমাত্র 'তথ্য কেন্দ্র' (রিডিং রুম) চলেছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। সেখানে পাঠকদের স্বাচ্ছন্দ্য নেই। নেই আলো, জল ও বাথরুমের ব্যবস্থা। সরকারী খাতে ভাড়া করা ঘরগুলি

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

স্কুল কামাই এর ফল

সাগরদীঘি, ১৫ এপ্রিল—ভুরকুণ্ডা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষক ঠিকমত স্কুলে যা'ন না—এই অভিযোগে অভিভাবকরা একেবারে খাপ্পা হয়ে গেছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। জানানো হয়েছে, অভিভাবকরা শিক্ষক-দের স্কুল কামাই এর ফলে ক্ষেপে গিয়ে কয়েকদিন আগে স্কুলে গিয়ে তাঁদের স্কুল কামাই সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। কিন্তু শিক্ষকরা সঙ্গত কারণ দেখাতে না পারায় কয়েকজন অভি-ভাবক নাকি গলাধাক্কা দিয়ে তাঁদের স্কুল থেকে বের করে দেন। প্রসঙ্গতঃ জানানো হয়েছে, গত বছর একই অভিযোগে অভিভাবকরা স্কুলে

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রেশম ছুট বাড়বে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জানুয়ারী মাস থেকে রেশম শিল্পীদের বুনকর ছুট বা ওয়েভিং ওয়েসটেজ ছয় শতাংশ থেকে কমিয়ে দুই শতাংশ করা হয়েছিল, তা আবার বাড়তে পারে। ১১ এপ্রিল মিয়াঝাপুর রেশম বয়ন শিল্পী সমবায় সমিতি লিমিটেডে এসে রাজ্যের খাদি কমিশনের ডিরেকটার শ্রীধর বন্দ্যা-পাধ্যায় এই আশ্বাস দেন। তিনি জানান, এই উদ্দেশ্যে রিভিউ কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২৫ এপ্রিল মালদায় কমিটির মিটিং এর পর বুনকর ছুট বেড়ে পনের থেকে কুড়ি শতাংশ হতে পারে। এদিকে জানুয়ারী মাস থেকে বুনকর ছুট হ্রাসের প্রতিবাদে মিয়ারাপুর ও মিরজাপুরে রেশম শিল্পীদের তিন সপ্তাহের ধর্মঘটে প্রায় সোয়া এক লাখ টাকার উৎপাদন ব্যাহত হয়। পরে ডিরেকটরের মৌখিক আদেশে আগের ছুট বহাল রাখলে শিল্পীরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেন। এপ্রিল মাস থেকে তাঁরা আবার ধর্মঘটের সামিল হন। এই পরিস্থিতিতে ডিরেকটার এখানে আসেন বলে জানানো হয়।

জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদে

নিজস্ব সংবাদদাতা : কেন্দ্রীয় সরকারের জনস্বার্থবিরোধী অর্থ-নৈতিক নীতি ও স্বৈরাচারী কার্যকলাপের প্রতিবাদে, বামফ্রন্ট সরকারবিরোধী চক্রান্ত এবং বিচ্ছেদকামী শক্তির ঘৃণ্য তৎপরতা পর্যুদস্ত করে রাজ্য সরকারের সংশোধন ও সংযোজনসহ দ্বিতীয় পে-কমিশনের সুপারিশ দ্রুত কার্যকর করার প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কো-অরডিনেশন কমিটির ডাকে ৭—৯ এপ্রিল জঙ্গিপুর মহকুমা শহর রঘুনাথগঞ্জে জয়েন্ট কাউনসিল অব হেলথ, যুক্ত কমিটি ইত্যাদি কর্মচারী সংগঠনের রাজ্যব্যাপী যৌথ আন্দোলনের কর্মসূচী পালন করা হয়েছে। ৭ ও ৮ এপ্রিল প্রতিটি অফিসে স্কোয়াড ও গেটমিটিং করা হয়। ৯ এপ্রিল স্থানীয় সদরঘাটখানা মাঠে হরেন্দ্রনাথ সিং এর পৌরোহিত্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভারতের সার্বিক অবস্থার পর্যালোচনা এবং রাজ্য

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দাদাঠাকুর রচনা সম্ভার

দাদাঠাকুর জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে দাদাঠাকুর রচনা সম্ভার প্রকাশের পথে। প্রথম খণ্ড জুন মাসে প্রকাশিত হইতেছে। অগ্রিম দশ টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক তালিকাভুক্ত হইবার ঠিকানা:

অনুত্তম পণ্ডিত
C/o. পণ্ডিত প্রেস
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা বৈশাখ বুধবার, ১৩০৮

১৩৮৮

'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো'। কবি তোমায় দেখিয়াছেন দীপ্তচক্ষু শীর্ণ সন্ন্যাসীরূপে; তুমি যজ্ঞাসনে উপবিষ্ট। 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা' পুড়াইয়া ফেলার আগুন জ্বালিতে তুমি বদ্ধপরিকর; 'চৈত্রের চিতাভস্ম' উড়াইয়া তুমি 'ধূলায় ধূসর রুক্ষ', 'উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল' তোমার। যে 'বিষাণ ভয়াল' তোমার মুখে, তাহাতে যত অন্যায় অসত্যের হৃদকম্প জাগে।

নূতনের দূত বৈশাখ! মাঠ-ঘাট-প্রান্তর-দিগন্ত জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইতেছে। মাটির বুকে জাগে মরুতৃষা। প্রকৃতি যেন এক লেলিহান চিতাগ্নিতে। তোমার উষ্ণ নিঃশ্বাসে হা-হুতাশ, ধরাইতে অঙ্গজ্বালা। 'ত্রাহি ত্রাহি' রবের মাঝেও তুমি অনিবার্য ও নিষ্করুণ। কিন্তু তোমার এই বাহ্য আচরণের আড়ালে আছে করুণার দাক্ষিণ্য। একদিকে শুনি তোমার ধ্বংসের হুঙ্কার, অন্যদিকে সৃষ্টির আশীর্বচন।

কি পাইয়াছি, কি পাই নাই, তাহার হিসাব-নিকাশ চাহি না। যাহা পাইলাম, তাহাতেই কি পরিতৃপ্ত? আরও পাইলে ভাল হইত। 'তৃষ্ণৈকা তরুণায়তে'। যতই প্রাপ্তি, ততই আকাঙ্ক্ষার প্রবৃত্তি। উভয় পক্ষ সমান হয় না।

সাতাশি সালের 'কান্না-হাসির দোল দোলান' তাহাকে আর মনের গভীরে ঠাঁই দিই না; কিংবা 'চৈত্র দিনের ঝরাপাতার পথে/দিনগুলি মোর কোথায় গেল'—বিরহাতির প্রশ্ন নাই। পুরাতন বিদায় লইয়াছে; নবীনের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, সঞ্চার করিতেছে আগামী দিনের কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা। 'হৃদয় কাননে কত শত আশালতা শুখায় মরিল' খেদোক্তি নয়; অনাগত অপেক্ষমাণ, তাহার দ্বার উদ্‌ঘাটিত, তাহারই প্রতীক্ষা। অনিশ্চিত দুঃখদৈন্যের মর্মজ্বালা কিংবা স্নিগ্ধশান্তির ললিতবাণী যাহাই ঘটুক, বৈশাখ আশার এক কল্পলোক।

অষ্টআশি সালের পরিক্রমায় প্রথম পথিক তুমি বৈশাখ। তোমায় অভিনন্দন জানাই। তুমি সুখাবহ বা দুঃখাবহ যাহাই হও, তোমাকে বরণ করি। এই উপলক্ষে আমরা আমাদের পত্রিকার গ্রাহক-অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, পাঠক, শুভানুধ্যায়ী, পৃষ্ঠপোষক এবং মহকুমার গ্রাম-গঞ্জের সর্বস্তরের মানুষকে নব-বর্ষের আন্তরিক প্রীতি-সম্ভাষণ, অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। সেই সঙ্গে একটি শুভ সংবাদ জানাইয়া রাখি। আগামী ১৩ই বৈশাখ এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক দাদাঠাকুরের জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হইতেছে। এই উপলক্ষে জঙ্গিপুর মহকুমা কমিটি দাদাঠাকুর শতবর্ষ পূর্তি উৎসব পালনে ব্রতী হইয়াছেন। এই মহতী প্রচেষ্টার জন্য কমিটিকেও ধন্যবাদ জানাইতেছি।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে

সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত জিনদীঘি হাইস্কুলে একজন শিক্ষকের পদ শূন্য ছিল এবং এই আসনটি 'সিডিউল কাস্ট প্রার্থীদের জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত ছিল। দুইজন যোগ্যতা-সম্পন্ন সিডিউল কাস্ট প্রার্থী (দিলীপকুমার দাস, দাসপাড়া এবং কমল দাস, জোতকমল) আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং সম্পাদক তপশীল প্রার্থীদের আবেদনপত্র বেপাত্তা করিয়া বেলইপাড়া গ্রামের আবু বাক্কার নামে এক ব্যক্তিকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগপত্র দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নির্বাচিত শিক্ষক আবু বাক্কার কোন প্রকার ইনটারভিউ দেন নাই এবং তিনি শিক্ষণপ্রাপ্ত নহেন। তাহা ছাড়া ১৯৮০ সালে বেলইপাড়া নিবাসী গোলাম রসুল আলি মোল্লাকে হত্যার অপরাধে এই আবু বাক্কার বর্তমানে আদালতের বিচারাধীন প্রধান আসামী। বেলইপাড়া গ্রামের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী জিনদীঘি হাই স্কুলে পড়ে। আবু বাক্কার এই স্কুলে শিক্ষকতা করিলে বেলইপাড়ার বাক্কার বিরোধী দলের ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ অসুবিধা হইবে। তাহা ছাড়া তপশীল প্রার্থীর জন্য নির্ধারিত আসনে অন্যায়ভাবে আবু বাক্কারের নিযুক্তির বিরুদ্ধে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।
--গোলাম আলি মোল্লা, বেলইপাড়া (সাগরদীঘি)।

রুজি রোজগারে কালো হাত

সাগরদীঘি থানার গ্রামাঞ্চলে ধান কাটার মরশুমের পর গরীব ও খেটে খাওয়া মানুষের আর কাজ থাকে না। গরিব মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে কাজের খোঁজে ছুটে বেড়ায়। অনেক আদিবাসী ঘর ছেড়ে পাড়ি দেয় যেখানে কাজ পায়। আবার অনেক কুলি-মজুর বাধ্য হয়ে যায় দাদন খাটতে। সরকারের 'কাজের বদলে খাদ্য' এরই মূল্যায়নের প্রকল্প ছিল। কিন্তু এ বৎসর সেটা বন্ধ আছে। ১৯৮০-৮১ সালে মুর্শিদাবাদ পুষ্করিণী উন্নয়ন বিভাগ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারী গোটা জেলার টেণ্ডার আহ্বান এবং প্রকাশ করা হয়। সাগরদীঘি থানায় এইরূপ পুকুরের সংখ্যা ১৬টি। এই থানার বড়গোড়া মৌজায় অবস্থিত 'কুলপাথরা' নামক পুকুর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে মহঃ জাশমদ্দিন মিরজার (সাং হরহরি) টেণ্ডার মঞ্জুর হয় এবং যথারীতি অফিস বরাবর নোটিশ এবং নির্দ্দেশ পেলে পুকুর কাটার কাজ আরম্ভ করে। এই পুকুরে দৈনিক ৮০ হতে ১০০ জন মজুর কাজ করত কিন্তু হঠাৎ উক্ত পুকুরের কো-শেয়ারার কলকাতা হাইকোর্ট থেকে ইনজাংশান করলে টি আই অফিস মেমো নং ৪৪৭ অনুযায়ী কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। জনৈক বদরুল হক, যিনি হাইকোর্টে পেশা লেখান জোতজমা ও বয়স ৫০ (পঞ্চাশ) এবং মামার ভাগ্নে এজেণ্ট হয়ে আফিডেবিট করেন, ১৮ ফেব্রুয়ারী মোকদ্দমাটি দায়ের করেন। এই অঞ্চলের খেটে খাওয়া ও মজুর শ্রেণীর প্রশ্ন, আমাদের রুজি রোজগারে এইভাবে স্বার্থান্বেষীদের স্বার্থে এই কালো হাত গরীব মানুষকে শোষণ করার কায়দা নয় কি?—হরহরির খেটে খাওয়া মানুষের পক্ষে পরমেশ্বর হাঁসদা, আঃ রহিম ও নুরুদ্দিন মিরজা (রাজা)

'জ্যোতি-গণির জ্যোতি হানি'

চরম সঙ্কটের মধ্যে আমরা এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিব। সাঁঝ হলেই 'জ্যোতি-গণির' জ্যোতি হানি, অন্ধকারে হাতড়ে মরি একটু আলো। পড়ার জন্য আলো। কেরোসিনও মেলে না, যদিও মেলে কালোপথে। কাজেই রাত্রে পড়ার পাট চুকিয়ে সকালের অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু সমাজের ক্ষতিকারক জিনিষগুলো হাত বাড়ালেই যখন তখন পাওয়া যায়। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে আশঙ্কা হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্বন্ধে। পিছনের উঃ মাঃ ও মাঃ পরীক্ষার পরীক্ষাকেন্দ্র হতে পরীক্ষার্থীদের আসা-যাওয়ার যে ভোগান্তি তা নিশ্চয়ই পরীক্ষার্থীদের মনে দগদগে ক্ষতচিহ্নের মতো উজ্জ্বল হয়ে আছে। যেমন ধরুন, ১৯৭৯ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার কথা। জঙ্গিপুর থেকে মির্জাপুর বা মির্জাপুর থেকে জঙ্গিপুর। বাসের অভাব, রিক্সার গরম, তাই হণ্টন ছাড়া গতি ছিল না। ফলে পরীক্ষার্থীর নাকের জল চোখের জল শেষ পর্যন্ত রাস্তা চুম্বন করে। আবার ১৯৮০ সালে উঃ মাঃ পরীক্ষায় জঙ্গিপুরের বাড়ালা বা বাড়ালার জঙ্গিপুর। সেখানেও অনুরূপ ব্যবস্থা। তদুপরি গঙ্গা পারাপারের ভোগান্তি। গঙ্গাপারের জন্য থাকে না কোন আতিরিক্ত ব্যবস্থা, ফলে গঙ্গা মায়ের ভোগে যাবার আশঙ্কা থাকে। অভিভাবকের চোখে ঘুম আসে না মনে স্বস্তি থাকে না। এবারে জঙ্গিপুর কলেজ ও জঙ্গিপুর স্কুল দুটি পাশাপাশি পরীক্ষা কেন্দ্র। সেখানে বহুদূর থেকে পরীক্ষার্থীরা আসবে—যেমন সাগরদীঘি, বাড়ালা, মির্জাপুর ও অন্যান্য সব উঃ মাঃ বিদ্যালয় থেকে, যেহেতু মহকুমাতে তিনটি সেণ্টার তন্মধ্যে দুটিই জঙ্গিপুরে। এবার বাড়ালায় সেণ্টার নেই। কাজেই ৯৯ (নিরানব্বই) ভাগ পরীক্ষার্থীকে গঙ্গা পার হতে হবে। সেইজন্য গঙ্গাপারের সময় অতিরিক্ত ব্যবস্থা ও দূরের পরীক্ষার্থীদের জন্য সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে মহকুমা শাসক মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।—মিহির মণ্ডল (উঃ মাঃ পরীক্ষার্থী), রঘুনাথগঞ্জ।

খেলার খবর

রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক যুবকরণের ব্লক যুব উৎসবের এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় মিরজাপুর নবভারত স্পোরটিং ক্লাব ছেলেদের বিভাগে ৬০ পয়েন্ট ও মেয়েদের বিভাগে ৭৩ পয়েন্ট পেয়ে দলগত চ্যামপিয়ন হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় গোফুরপুর ভ্রাতৃ সংঘ ছেলেদের বিভাগে ৪৩ পয়েন্ট ও মেয়েদের বিভাগে ১৩ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় এবং রঘুনাথগঞ্জ অগ্নিফৌজ

(পঞ্চম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

National Thermal Power Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)
Farakka Super Thermal Power Project

TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited from experienced and resourceful Contractors for the following works. Tender documents can be had in person after showing the registration and credentials at the address given below, on payment of cost of tender paper for each work from 6-4-81 to 24-4-81 from 9-00 Hrs. to 11-00 Hrs. and 15-00 Hrs. to 16-30 Hrs. and will be received latest by 25-4-81 upto 10-00 Hrs. and will be opened on the same date at 10-30 Hrs. in presence of the attending tenderers or their authorised representatives.

Sl. No.	Name of the work	Approx. value of works (in Lakhs)	Earnest Money/ Cost of Tender Documents (Rs.)	Completion period
1.	Construction & maintenance of Storm water disposal system at Ty. Township site of F. S. T. P. P. Tender Notice No. FS : 42 : CS : 89/T-12/81.	1.11	2,220.00/50.00	One year
2.	Fencing around Quarters and Parks at Ty. Township of F. S. T. P. P. Tender Notice No. FS : 42 : CS : 86/T-13/81.	0.82	1,640.00/25.00	Four Months
3.	Supply and Erection of MS structural steel Gates for Farakka S. T. P. P. Tender Notice No. FS : 42 : CS : 328.1/T-14/81.	0.24	480.00/25.00	Four Months
4.	Construction of Brick Gabions for Farakka S. T. P. P. Tender Notice No. FS : 42 : CS : 332/T-15/81.	0.35	700.00/25.00	Four Months

TERMS & CONDITIONS

1. Proof of registration, Tax Clearance certificate, credentials are to be shown at the time of obtaining forms and should be submitted along with the tenders.
2. Interested parties are advised to visit the site to familarise with the site conditions.
3. General conditions of contract can be seen in the office on any working day during working hours.
4. Tender received late and/or without Earnest Money will not be entertained. Adjustment of Earnest Money against running account Bill is not acceptable and Earnest Money to be submitted in any of the acceptable forms as mentioned in the tender papers, alongwith the tender at the time of submission. Tenderers registered with any other project of N. T. P. C. are not exempted from deposition of EMD.

Senior Engineer (Contracts)
Farakka Super Thermal Power Project
P.O. Farakka, Dist. Murshidabad (W.B.) Pin : 742 212

পৌর নির্ব্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে

দুর্মুখ

পৌর নির্ব্বাচনের দিন ঘোষিত হ'য়েছে। অন্যান্য সবক'টি পৌরসভার সঙ্গে জঙ্গিপুর পৌরসভারও নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিদ্বন্দ্বিরা আসরে নেমে পড়েছেন কোথাও কোথাও। এবারে নির্ব্বাচনে অবশ্য কিছু নতুনত্ব দেখা যাবে। বামফ্রন্টের শরিক দলগুলি ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি নিজস্ব দলীয় প্রতীক নিয়ে দলের নামেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবেন। এই ব্যবস্থা আগে ছিল না। সে কারণেই সাধারণ মানুষেরও দায়িত্ববোধ বাড়বে। তাদেরকে মনের দিক দিয়ে তৈরী হতে হবে রাজনৈতিক দলগুলিকে বেছে নিতে কিংবা মানুষ হিসাবে নির্দলীয় কোন ব্যক্তিকে বেছে নিতে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পৌরসভার প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের দ্বারা ভাল কাজ হবে, না আঞ্চলিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের দ্বারা ভাল কাজ হবে?

পৌরসভার কাজ কি? পৌরসভা আইন সভা নয় অর্থাৎ এই সভা কোন আইন প্রণয়ন করতে পারে না বা নতুন করে বসাতেও পারে না। প্রচলিত আইনের মধ্যে এবং নির্ধারিত করের আয়ের মধ্যেই আঞ্চলিক সমস্যাগুলিকে দূর করা ও নাগরিক জীবনের জল সরবরাহ, নগরের আবর্জনা পরিষ্কার, স্বাস্থ্য ও জলনিকাশী ব্যবস্থার উন্নতি, নাগরিক জীবনের সুখ ও আনন্দ বৃদ্ধির ব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি কিছু কিছু কাজের ভার পৌরসভার উপরে ন্যস্ত থাকে। এই ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেই সভার প্রতিনিধিত্বে এমন প্রতিনিধি পাঠানো দরকার যাঁরা জনসাধারণের সঙ্গে সাব্বিক যোগাযোগ বজায় রেখে চলেন এবং সর্ব্বসাধারণের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকেন। কিন্তু সেভাবে কি আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন? না, হন্‌নি। পুরাতন কাল হ'তেই দেখা গেছে স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী ধনী ব্যক্তিরা পৌরসভার প্রতিনিধিত্ব করে এসেছেন। ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যা হয়ে থাকে ঠিক সেই অনুযায়ীই পৌরসভার যা কিছু সবই হয়েছে ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে। জঙ্গিপুর পৌরসভাও এর ব্যতিক্রম নয়। অবশ্য মাঝে মাঝে দু' একবার এই মৌরসীপাট্টা ভেঙ্গে দিতে কোন কোন সৎ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সচেষ্ট হয়েছে; কিন্তু আবার কিছু দিনের মধ্যে দেখা গেছে সেই একই অবস্থা। এ সম্বন্ধে দাদাঠাকুর কর্ত্তৃক কার্ত্তিক সাহার নির্ব্বাচন স্মরণ করা যায়। এই পৌরসভার পিছনের ৩০।৩২ বৎসর অনুধাবন করলে দেখা যাবে শ্যামবাবু, দ্বিজবাবু ও পরবর্ত্তীকালে শ্যামবাবু, মুক্তিবাবু এই দু' গোষ্ঠীর লড়াই এবং দু' গোষ্ঠীর চেয়ার দখল ছাড়া তেমন কোন ভাল কাজ হয়নি। একমাত্র মুক্তিবাবু উপমন্ত্রী থাকাকালে পৌরসভায় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়। এর পরবর্ত্তীকালে মুক্তিবাবুর প্রাধান্যমুক্ত হবার একটি সাব্বিক প্রচেষ্টা জাগে সাধারণ মানুষের মনে, তারা নতুনত্বের জন্যে আগ্রহী হয় কিন্তু সেই মনোবৃত্তিকে কয়েকটি স্বার্থান্বেষীমহল ভুল পথে পরিচালিত করে নিজেদের এক জগাখিচুরি জোট তৈরী করে পৌরসভা দখল করেন। যদিও জনসাধারণ তখন খুবই আশান্বিত হয়ে সেই পরিবর্ত্তনকে অভিনন্দিত করেন। পরবর্ত্তীকালে সেই জোট অর্থাৎ মুক্তিবাবু বিরোধী জোট নানা ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর দিয়ে মণিবাবুকে পুরপতি করে সবচেয়ে বেশীদিন পৌরসভা দখলে রাখেন। কিন্তু সফল কি হয়েছে? মণিবাবু এবং অন্যান্যদের সততার উপরে বিশ্বাস রেখেও আমরা গর্ব করতে পারি এমন কিছু কাজ কি হয়েছে? হয়নি! কেন হয়নি? কেন হয়নি জলসরবরাহের আধুনিক ব্যবস্থা? কেন হয়নি সুপার মার্কেট চালু? কেন হয়নি নূতন বাসষ্ট্যাণ্ড? কেন হয়নি জলনিকাশী বন্দোবস্তের উন্নতি? হয়নি কিছুই হয়নি। কারণ আর কিছুই নয়, জনসাধারণের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি এঁদের মধ্যে কোনদিন জাগেনি। বিশেষ করে শহরের স্বার্থান্বেষী যে ব্যবসাদার গোষ্ঠী এই শহরের পৌরসভার আয়ের প্রকৃত উৎসস্থল ফেরিঘাটগুলি দখলে রাখতে সচেষ্ট তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে প্রভাবিত ক'রে এসেছেন পৌরসভার পরিচালক গোষ্ঠীকে নানা কৌশলে। তাই প্রতিনিধিরা নিজেদের অজান্তেই তাঁদের ফাঁদে পা দিয়ে পারেননি কোন ভাল কাজ সাধারণ মানুষের জন্য করতে। বামফ্রন্ট সরকার এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের আশায় জনসাধারণের উপকারার্থে পৌরসভা অধিগ্রহণ করলেন। কিন্তু মস্ত ভুল করলেন তাঁদের নিজেদের লোককে কমিশনার করে। তাঁরা স্থানীয় নেতৃত্বের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস করে এমন এমন ব্যক্তির নাম অনুমোদন করলেন যাঁদের অধিকাংশ জনসাধারণের সঙ্গে তেমন যোগাযোগ রাখেন না, এমন কি কয়েকজনকে সাধারণ মানুষ চেনেও না। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রভাব দূর করতে এই ব্যবস্থা হ'লো। তাঁরা বিভিন্ন অনুমোদিত প্রতিনিধিদের নানা নতুন কৌশলে প্রভাবিত করতে সক্ষম হলেন। যে তিমিরে সে তিমিরে। কোন নতুন কাজ হলো না। হলো না জলট্যাঙ্ক; হলো না সুপারও মারকেট চালু। আবার এই সব মনোনীত ব্যক্তিদের অধিকাংশ দলীয় কর্মী হওয়ায় তাঁরা যেনতেন প্রকারেণ ও স্বল্পদিনে দলের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সহজ পন্থা গ্রহণ করলেন। পৌরসভায় নিজেদের কর্মীদের নানা চাকরীতে নিয়োগ করা এবং নিজেদের মনোমত মানুষের মধ্যে সরকারী অনুদান দেওয়া এই সবেই মেতে রইলেন। কিন্তু যে পদ্ধতিতে সাধারণ মানুষের, সর্ব্বশ্রেণীর মানুষের মনকে জয় করা যেত সেই সব সার্ব্বজনীন কাজ তাঁরা করতে পারলেন না। ফলে সাধারণ মানুষের কোন উপকার হল না। পৌরসভার কার্য্যাবলী নগরের চেহারা পালটাতে পারলো না, সাধারণের চোখেও এই দলগত প্রাধান্যও ব্যর্থতার প্রতীক হিসাবে প্রতিভাত হলো। এদিকে এসে গেল নির্ব্বাচন। এখন সকলেই নেমেছেন আসরে। সেই প্রাক্তনরাও, আবার এই আধুনিকরাও। এবং কিছু নতুন মুখও। সকলেই বলছেন আমরাই তোমাদের পরিত্রাতা। কিন্তু সাধারণ মানুষ কি করবে? তারা কি বারবার বোকা সাজবে? এদের সবারই মুখতো আমরা চিনি। আমরা কি এখন এই বিচার করবো না যে এরা কারা? এদের পিছনে কারো কালো হাত রয়েছে কিনা? এরা পারবেন তো শহরের সাধারণ মানুষের উপকারে জলসরবরাহ, স্বাস্থ্য, জলনিকাশী ব্যবস্থার উন্নতি করতে? পারবেন তো স্বার্থান্বেষী ব্যবসাদার চক্রের প্রভাব মুক্ত হতে? যদি পারেন তবেই সাধারণের উপকার হবে। সুপার মারকেট চালু করতে পারলে বেশ কিছু সাধারণ মানুষ ঐ মারকেটের মারফৎ নিজের পেটের খোরাক জোটাতে। না হলে আবার সেই আত্মীয়পোষণ, ব্যবসায়ীতোষণ, আমলাতান্ত্রিক নির্ভরতা। যে কারণে আত্মবিচার করে বিবেককে খোলা রেখে ভোট দিতে হবে। বিরাট দায়িত্ব এখন সবারই।

বিদ্যালয় কর্মকর্ত্তা নির্বাচন

মির্জাপুর, ১৪ এপ্রিল—মির্জাপুর দ্বিপদ উচ্চ বিদ্যালয়ের কর্মকর্ত্তা নির্বাচনে অধ্যাপক অনুপকুমার ঘোষাল সভাপতি এবং ডাঃ সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। নবনির্বাচিত কমিটি আগামী মে মাসের প্রথম সপ্তাহে দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।

হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলন

অরঙ্গাবাদ, ১৪ এপরিল—বাসন্তী পূজো উপলক্ষে ১০ এপরিল থেকে পাঁচ দিনব্যাপী হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলন মহাসমারোহে অরঙ্গাবাদ হিন্দু মিলন মন্দিরে আজ সম্পন্ন হয়েছে। আদিবাসী এবং স্থানীয় শোভাযাত্রা, চণ্ডী ও বেদপাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, বিজয়া সম্মেলন ইত্যাদি ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। বিভিন্ন দিনে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করেন স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী, স্বামী পরমাত্মানন্দজী, স্বামী বিজয়ানন্দজী প্রমুখ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস

সাগরদীঘি, ১৪ এপরিল—মনিগ্রাম উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে গত বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। সমস্ত শ্রেণীর লোক ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পানে ও আপ্যায়নে

চা ঘরের চা

রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

ফোন—৩২

চর্ম্মরোগ সারায়

ত্বক মসৃণ করে

চন্দ্র-মালতী

প্রস্তুতকারক—

জুপলুনা ইণ্ডাষ্ট্রীজ

রঘুনাথগঞ্জ (পঃ বঃ), পিন—৭৪২২২৫

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

খাতাপত্র, পেন-কালির মেলা

পণ্ডিত ষ্টেশনার্স

রঘুনাথগঞ্জ

লালবাগ—বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস

কেশার বাস সার্ভিস

(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজার্ভ দেওয়া হয়)

অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ শিক্ষক অবনীকুমার রায়ের সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ—

গার্হস্থ্য গীতাসার

বা

প্রারম্ভিকা

দাম : পৌনে দু'টাকা

প্রাপ্তিস্থান : লেখাপড়া (ফাঁসিতলা), রায় ষ্টোরস (ফুলতলা) ও গ্রন্থালয় (সদরঘাট) রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

অফিসার উধাও

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অফিসারের ব্যবহারে দীর্ঘদিন ধরে তালা বন্ধ। এসব অনিয়মের কথা তথ্য কেন্দ্রের সুপারিশ বইতে স্পষ্টভাবে লিখে দিয়েছেন পাঠকেরা। কিন্তু যাকে উদ্দেশ্য করে লেখা তিনি দীর্ঘ চার মাস ধরে উধাও হয়ে থাকায় একটি সুপারিশও কার্য্যকরী হয়নি এ পর্যন্ত।

তথ্য অফিসে ডামাডোলের সূচনা হয়েছে পূর্বতন অফিসার-পুঙ্গবের আমল থেকেই। তিনি গেছেন। কিন্তু ঘুণধরা দপ্তরটি আর নড়েচড়ে বসেনি। বর্তমানে এই দপ্তরটির অবস্থা আরো সঙ্গীন। সাংবাদিকরা দপ্তরে গিয়ে বার বার ঘুরে এসেছেন অফিসারকে না পেয়ে। খবর নিয়ে জানা গেছে সুভাসবাবু মাস পয়লা তাঁর দপ্তরে আসেন মাইনার বিলে সই করতে এবং মাসোহারা পকেটস্থ করতে। প্রথম দিকে পে-বিলে সই নিতে তথ্য দপ্তরের এক কর্মী গিয়েছিলেন বারাসতে অফিসারের বাড়িতে সরকারী টি এ বিল দেখিয়ে। ব্যাপারটা জেলা তথ্য দপ্তরে জানাজানি হওয়ায় বিপাকে পড়ে পরে ম্যানেজ করে নেন এই 'অকর্মক' অফিসারটি। খবরে প্রকাশ, এই দপ্তরে এ পর্যন্ত যে সমস্ত টি এ বিল দেখানো হয়েছে তা সন্দেহজনক। অকেজো প্রজেকটর মেসিনটি সারানো হয়েছে কি না জানতে অন্ততঃ ছ'বার কলকাতা যাতায়াতে টি এ বিল করা হয়েছে। এই সব টি এ বিলে সম্মতি দিয়েছেন অফিসার যা রীতিমত রহস্য-জনক। শুধু তাই নয় অফিসের তথ্য-কেন্দ্রের জন্য বরাদ্দ টাকাও গত বছর ফিরে গেছে কর্মচারী ও অফিসারের খামখেয়ালীপনায়।

বামফ্রন্ট সরকার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরকে যখন গণমুখী করার চেষ্টা চালাচ্ছেন ঠিক তখনই জঙ্গিপুরের তথ্য দপ্তরটি পরিণত হয়েছে 'জন-বিচ্ছিন্ন দপ্তরে।' কর্মী আছে, মেশি-নারীও আছে নেই শুধু কাজ করার মানসিকতা। ফলে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে জঙ্গিপুরে এ পর্যন্ত তথ্য দপ্তরের প্রচেষ্টায় কোন উৎসব-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা যায়নি। স্থানীয় নাগরিকরা এ ব্যাপারে মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে জানিয়েও তাঁদের 'ভাতঘুম' ভাঙ্গাতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে অভিযোগ।

কার্যকলাপের প্রতিবাদে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সরকারী কর্মচারীদের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের দমন-পীড়ন নীতির সমালোচনা করা হয়। এ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিনষ্ট করার চেষ্টার প্রতিবাদ জানানো হয়। বক্তব্য রাখেন কো-অরডিনেশন কমিটির জঙ্গিপুর মহকুমা সম্পাদক বলরাম দাস প্রমুখ।

খেলার খবর

(২য় পৃষ্ঠার পর)

এ্যাথলেটিক ক্লাব ছেলেদের বিভাগে ৩৫ পয়েন্ট ও মেয়েদের বিভাগে ১৭ পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। মহিলাদের খো খো এবং পুরুষদের কাবাডি প্রতিযোগিতায় অগ্নিফৌজ ক্লাব এবং নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব বিজয়ী হয়।

মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক কস্তুরী গুপ্তা মেনন সর্বভারতীয় পর্যায়ে কৃতি খেলোয়াড় হিসেবে মিরজাপুর নব-ভারত স্পোর্টিং ক্লাবের তিন এ্যাথলিট ঝরনা দাস, রীতা দাস ও কৃষ্ণা দাসকে ৫ এপ্রিল পুরস্কৃত করেন।

স্কুল কামাই এর ফল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রাইমারী স্কুলে তালা লাগিয়ে দিয়ে-ছিলেন। শিক্ষকরা যখন স্কুল যেতেন ছাত্ররা নাকি চারিদিক থেকে তাঁদের লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়তো। মীমাংসা করতে গিয়ে একটি শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক নাকি গ্রাম-বাসীদের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন। ধুলিয়ান থেকে আমাদের সংবাদদাতা লিখেছেন, ধুলিয়ান চক্রের অধীন শীতেশচন্দ্রপুর (হিমলতলা) প্রাঃ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ওয়াহাব আলির বিরুদ্ধে গ্রামবাসীরা ক্রমাগত স্কুল ফাঁকি ও নানাবিধ দুর্নীতির অভিযোগ উপস্থিত করেছেন। বিদ্যালয়টিতে ছেলেমেয়েদের লেখা-পড়া বলতে কিছু হয় না। জাতি গড়ার মূল ভিত্তি যে প্রাথমিক শিক্ষা তা আজ বিপর্য্যস্ত। উক্ত প্রধান শিক্ষক শিক্ষাদান অপেক্ষা সংকীর্ণ রাজনীতির কাজে সব সময় ব্যস্ত থাকেন বলে অভিযোগ। অভিভাবকরা কিছু বল্লে তাঁদের সাথে নাকি অভদ্র আচরণ করা হয়। বিদ্যালয়ে নিয়মশৃঙ্খলা বলেও কিছু নাই। এমনিতেই সরকার প্রদত্ত পাঠ্য পুস্তক ৫।৬ মাস না হলে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কলেজ গভরনিং বডি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যায়। তখন ওই চক্র নির্বাচনের বৈধতার প্রশ্নে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে নির্বাচন বাতিল করার সুপারিশ জানিয়ে ডি পি আই এবং সরকারী প্রতিনিধির (গভরনিং বডির সভাপতি) কাছে আবেদন করেন। ডি পি আই এর পক্ষে অন্য একদল অফিসারের সই করা একটি অরডারে নির্বাচন বাতিল করে নতুন করে নির্বাচনের অনুরোধ জানানো হয়। চিঠিতে অধ্যক্ষকে লেখা হয় "... ...That the election of teachers representatives to the Governing Body of the College has not been according to rules.

I am, therefore, to request you to hold a fresh election of the teachers representatives on the Governing Body of the College strictly in accordance with the rules/orders of Govt." কিন্তু কোন্ রুল বা আইন অমান্য করা হয়েছে এবং কোন্ নিয়মে পুনঃ নির্বাচন হবে সে সম্পর্কে ডি পি আই এর কাছে বিস্তারিত জানতে চেয়েও অধ্যক্ষ নাকি কোন উত্তর পাননি। তখন নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধিরা তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বলে ডি পি আই এর ওই আদেশের বিরুদ্ধে আদালতের নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা করে আবেদন করলে জঙ্গিপুর প্রথম মুনসেফি আদালত তাঁদের অনুকূলে ওই অরডারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। পরাজিত প্রার্থীরা ওই নিষেধাজ্ঞা খারিজের আবেদন জানালে আদালত পরিষ্কার জানিয়ে দেন ডি পি আই এর অরডার বৈধ না অবৈধ নিরূপণ না হওয়া পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে। ডি পি আই এর পক্ষে স্বাক্ষরকারী অফিসারকে এখনও সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি এবং এ ধরনের অরডার দেওয়ার জন্য আদালত কঠোর মন্তব্য করেছেন বলে জানানো হয়েছে।

এই অবস্থায় গভরনিং বডির কোন সভা হতে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, অধ্যক্ষ গভরনিং বডিকে সচল রাখার উদ্দেশ্যে দু'বার মিটিং ডাকেন। কিন্তু দু'বারই ছাত্র ও অশিক্ষক কর্মচারীসহ এক তৃতীয়াংশ প্রতিনিধির অনুপস্থিতির ফলে সভা হতে পারেনি। জনান্তিকে জানানো হয়েছে, নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে গভরনিং বডিকে অচল করার জন্য নয়, সচল রাখার জন্য। কিন্তু স্বার্থান্বেষী চক্র অপ-প্রচারের মাধ্যমে বডিকে অচল করে দেওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন।

TENDER NOTICE

ABRIDGED LIST OF WORK

Sealed tenders are invited in W. B. F. No. 2908 from Class-I contractors of I. & W. Deptt. and bonafide outside contractors for works on the right bank of river Ganga, detailed below, by the Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division, P. O. Raghunathganj, Dt. Murshidabad, Estimated cost, Earnest money are :
1) Supply of boulders at Dhulian reach.
Rs 10,00,004/- Rs. 20,000/-
Details regarding time allowed, tender documents and other particulars may be had from the above office upto 4-00 P. M. in working days, Saturdays upto 1-00 P. M. Last date of application for purchasing tender form is 28.4.81 upto 1-00 P. M. Last date for receipt of tender form 30. 4. 81 upto 3-00 P. M.

Executive Engineer
Ganga Anti Erosion
Division.

পুরনির্বাচন তোড়জোড়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জঙ্গিপুর পুরসভার ১৫টি ওয়ারডে প্রার্থীদের দলগত অবস্থাঃ কংগ্রেস (আই) ১৫, সি পি এম ১০, আর এস পি ৫, সি পি আই ১, কংগ্রেস (ইউ) ২, ফঃ বঃ ১ এবং নির্দল ৫১ জন। ধুলিয়ান পুরসভার ১৪টি ওয়ারডে প্রার্থীদের দলগত অবস্থাঃ কংগ্রেস (আই) ১৪, সি পি এম ১১, আর এস পি ২, সি পি আই ১ জন। এ ছাড়াও আছেন মুসলিম লীগ, জনতা (বি জে পি) এবং নির্দল প্রার্থীরা। তাঁদের সংখ্যা মোট ৫৭ জন। ২৫ এপ্রিলের পর লড়াকুদের সঠিক অবস্থা জানা যাবে।

রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক ছাত্র পরিষদ (ই) কমিটির আহ্বায়ক সিদ্ধার্থকৃষ্ণ নাথ জানিয়েছেন, পুর নির্বাচনকে সামনে রেখে জঙ্গিপুর পুরসভার ১ থেকে ১০ নং ওয়ারডে কংগ্রেস (ই) ওয়ারড কমিটি গঠনের পর কমিটিগুলির সদস্যদের নিয়ে জঙ্গিপুর টাউন কংগ্রেস (ই) কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন পার্বতীপ্রসাদ রায় ও আবদুল কাদের।

স্কুল কামাই এর ফল

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট পৌঁছায় না। তাও আবার কালোবাজারে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। শিশুদের দুপুরের টিফিন অখাদ্য পাউরুটি দেওয়া হয়। সেটাও নিয়মিত দেয়া হয় না বলে শোনা যাচ্ছে। প্রতিবাদ করেও কোন প্রতিকার হচ্ছে না।

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর স্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুশিদাবাদ

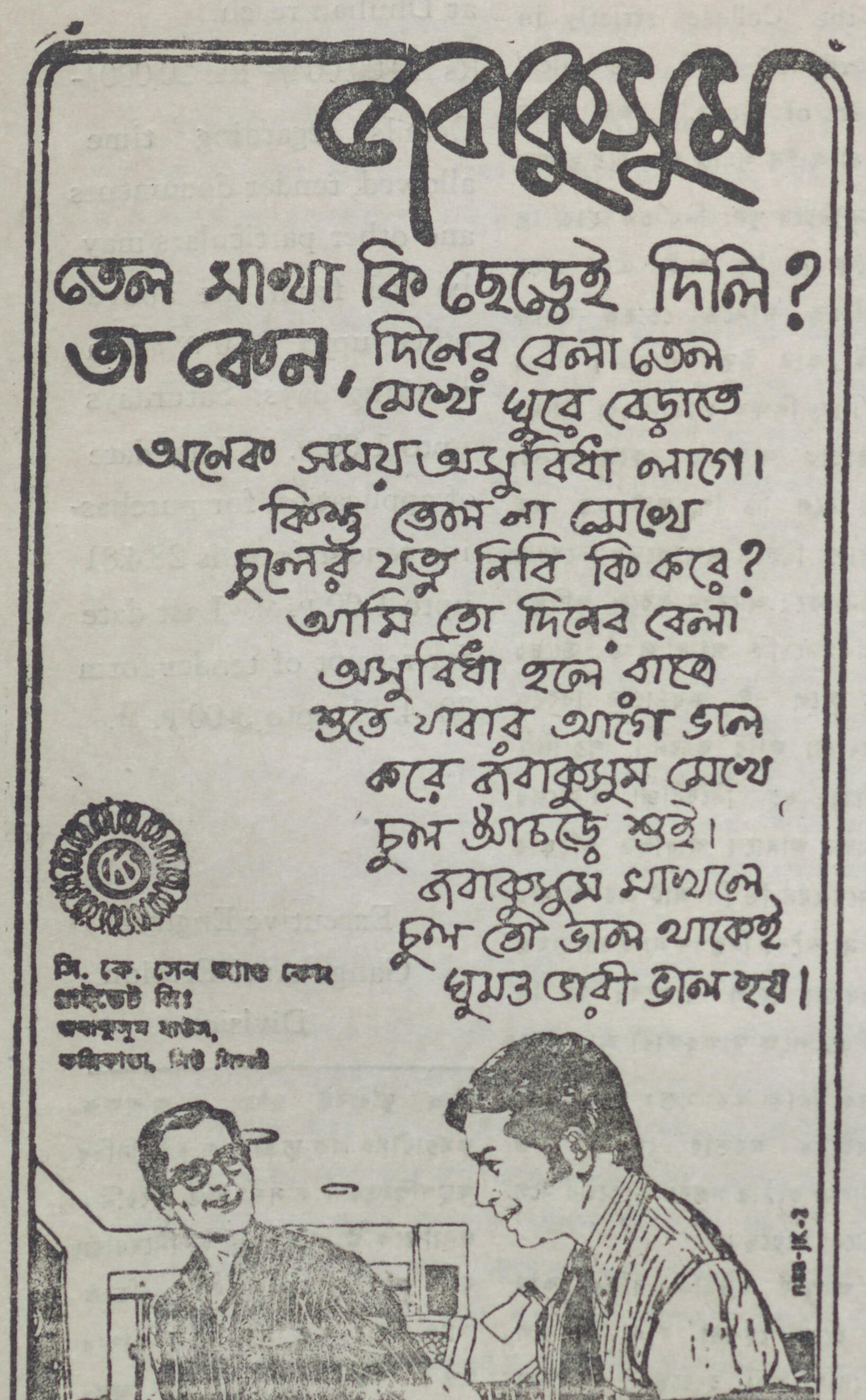

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দারা সর্বসাধারণকে জানান যাচ্ছে যে, মুর্শিদাবাদ জেলায় পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মত ভোটার তালিকা নূতন করে তৈরীর জন্য বাড়ী বাড়ী গিয়ে গণনার কাজ ১-৪-৮১ তারিখ হতে আরম্ভ হয়েছে। ১-১-৮১ তারিখে যাঁরা ভোটাধিকার অর্জন করেছেন অর্থাৎ ঐ তারিখে যাঁদের বয়স ২১ বৎসর হয়েছে তাঁদের নাম গণনাকারীরা লিপিবদ্ধ করছেন।

নিম্নলিখিত কর্মসূচী অনুযায়ী নূতন করে ভোটার তালিকা তৈরীর কাজ চলবে।

বাড়ী বাড়ী গিয়ে গণনার কাজ চলবে ১-৪-৮১ তারিখ থেকে ৩০-৬-৮১ পর্য্যন্ত।

খসড়া ভোটার তালিকা সম্বন্ধে আপত্তি বা দাবী জানাবার শেষ তারিখ ১৪-৯-৮১।

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ৩১-১২-৮১।

খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ১৪-৮-৮১।

(জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অরুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত